অমর চিত্র কথা

হর-পার্বতী

এক পবিত্র প্রেমের কাহিনি

indrajal.blogspot.in

নিজেদের ঐতিহ্যকে জানার পথ

এদেশের অনেক মানুষই যখন তাঁদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকান, তাঁদের মনে পড়ে যায় **অমর চিত্র কথা**-র বইগুলির কথা। ফেলে আসা সেইসব দিনগুলিতে এই ছবির বইগুলি আমাদের মনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই ACK বা **অমর চিত্র কথা**-ই প্রথম আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়।

1967 সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত **অমর চিত্র কথার 400-টিরও বেশি** গল্পের সম্ভার রয়েছে। সারা বিশ্বে এই বই বিক্রির সংখ্যা **9 কোটিরও বেশি**।

এখন অমর চিত্র কথার বইগুলি **সারা ভারতে 1000-টিরও বেশি** বইয়ের দোকানে সহজেই পাওয়া যায়। আপনার কাছাকাছি বইয়ের দোকান খুঁজে নিতে লগ অন করুন www.ack-media.com-এ। আপনি যদি বইয়ের দোকানে না যেতে পারেন, তাহলে আমাদের অনলাইন স্টোর www.amarchitrakatha.com-এর মাধ্যমেও এই সমস্ত বই কিনতে পারেন। আমরা সারা বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় বই সরবরাহ করে থাকি।

আমাদের বইয়ের রত্নভাণ্ডার থেকে আপনার পছন্দের বইটি বেছে নেওয়ার সুবিধার্থে, বইগুলিকে এখন ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে—

মহাকাব্য ও পুরাণ

মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে গৃহীত প্রচলিত কাহিনি

ভারতীয় ক্লাসিক্স

ভারতীয় সাহিত্যের মনোরম কাহিনি

নীতিকথা ও হাসির গল্প

চিরকালের লোককথা, কিংবদন্তি ও বিচক্ষণতার গল্পগাথা ও হাস্যরসের কাহিনি

বীরগাথা

ভারতের অসমসাহসী নারী-পুরুষের সাহসিকতার কাহিনি

বিচক্ষণতার কাহিনি

চিন্তাশীল, সমাজসংস্কারক ও দেশনায়কদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি

সমসাময়িক ক্লাসিক্স

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সেরা সম্ভার

চিত্রনাট্য
কমলা চন্দ্রকান্ত

চিত্রাঙ্কন
রাম ওয়াইরকর

সম্পাদক
অনন্ত পাই

সহযোগী প্রকাশক
ছায়া প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
১ বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩
website: www.chhaya.co.in • e-mail: info@chhaya.co.in

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd.

© Amar Chitra Katha Pvt Ltd, 1972, Printed November 2013, ISBN 978-93-5085-189-0

Published & Printed by Amar Chitra Katha Pvt. Ltd., Krishna House, 3rd floor,
Raghuvanshi Mill Compound, S.B.Marg, Lower Parel (W), Mumbai- 400 013. India
For Consumer Complaints Contact Tel: +91-22 40497436
Email: customerservice@ack-media.com

হর-পার্বতী

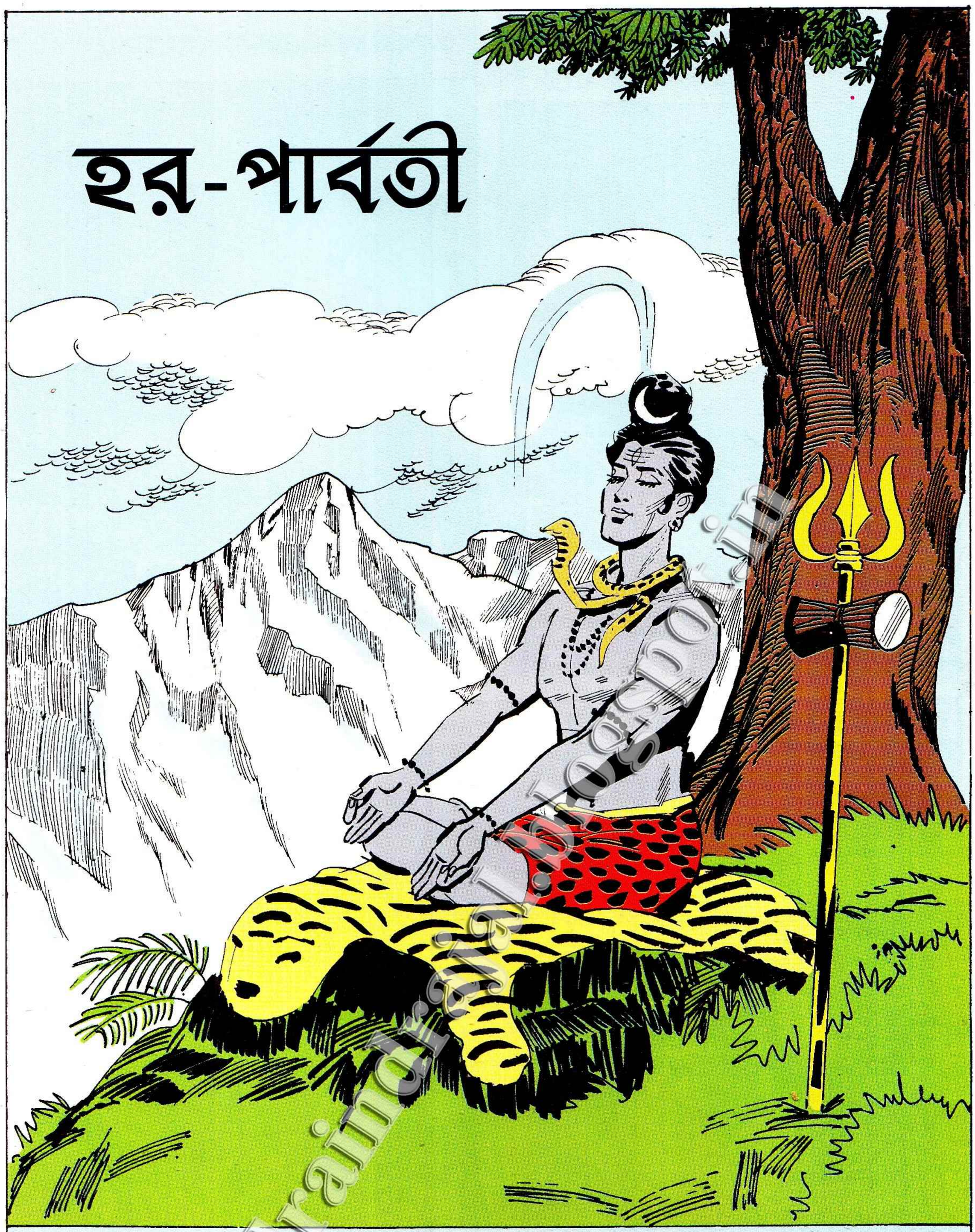

শিবের শ্বশুরমশাই দক্ষ বেশ কিছু কারণে শিবকে খুবই অপছন্দ করতেন এবং সামান্য ছুতোনাতায় তাঁকে অপমান করার সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। এরকমই একদিন, সুযোগ পেয়ে দক্ষ শিবকে ভীষণ অপমান করেন। শিবের স্ত্রী সতী, স্বামীর এধরনের অপমান সহ্য করতে না পেরে লজ্জায় দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুর পর সংসারীর জীবন ছেড়ে শিব আবার হিমালয়ে ফিরে গিয়ে তপস্যায় বসেন।

indrajal.blogspot.in

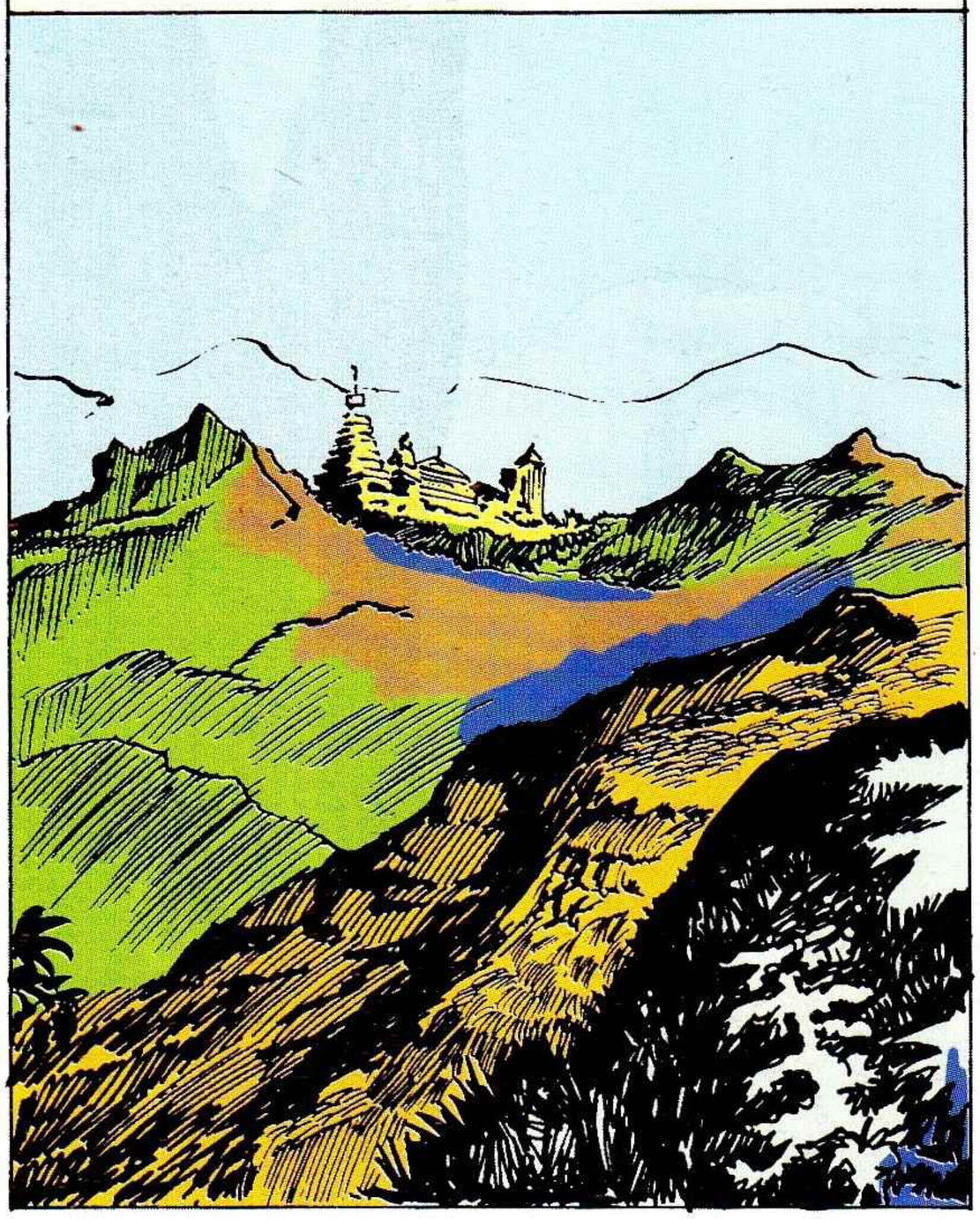

Indrajal.blogspot.in

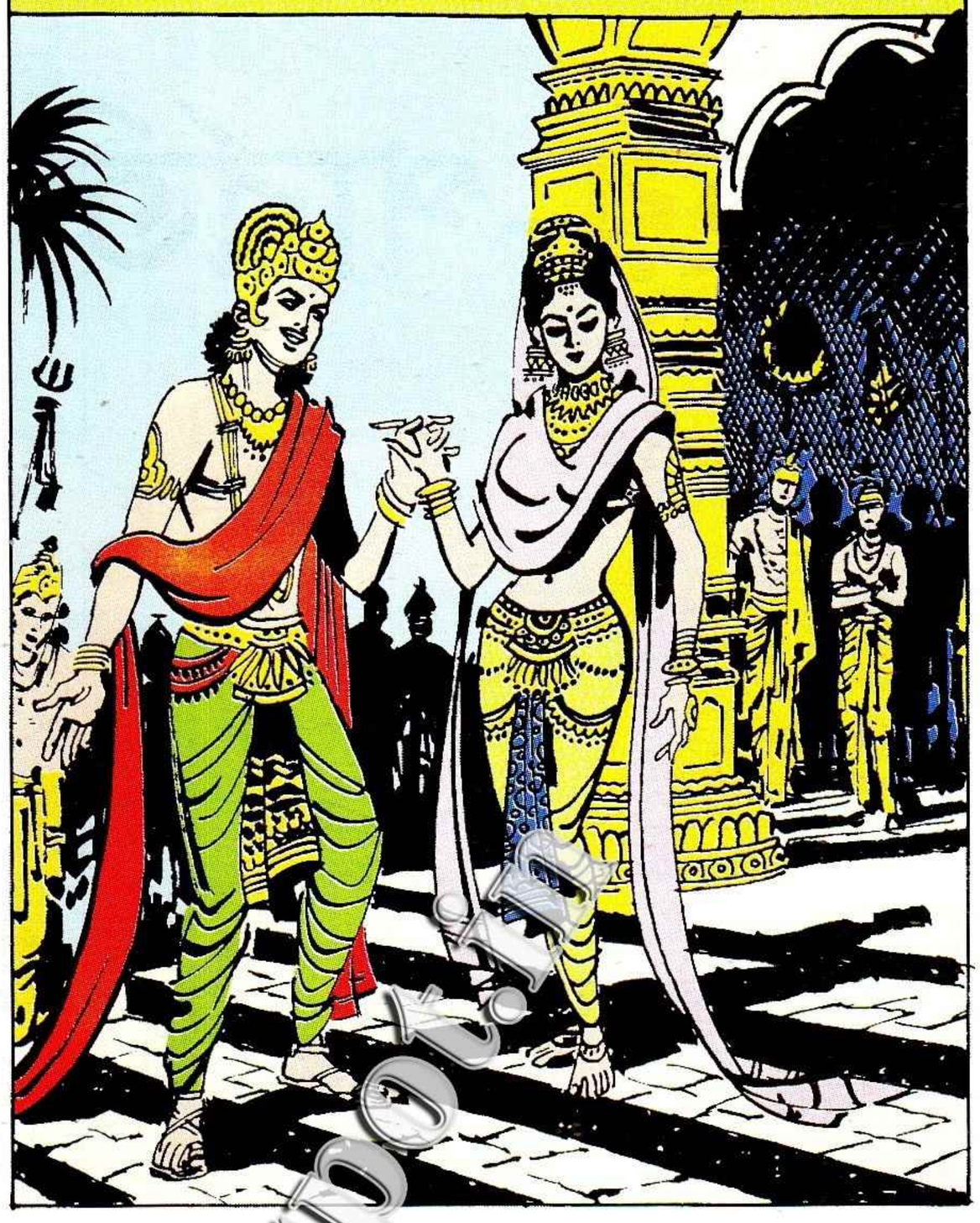

পার্বতীর জন্মলাভে প্রকৃতিও যেন খুশিতে মেতে উঠল।

আসলে সতীই পার্বতী হয়ে আবার জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এবার সে এমন এক পিতার ঘরে জন্মেছে, যেখানে বাবা ও মেয়ে দুজনেই একে অন্যের জন্য লজ্জা নয়, গর্ব অনুভব করতে পারে।

ওর দিকে তাকালে আমার প্রানটা জুড়িয়ে যায়! কী সুন্দর দেখতে হয়েছে, তাই না!

শ্-শ্-শ্! এমন করে বলতে নেই। নজর লেগে যাবে।

একটু একটু করে পার্বতী বড়ো হতে লাগল। সে ছিল যেমন সুন্দর তেমনি প্রানবন্ত। তার অনেক খেলার সাথীও ছিল।

পার্বতী, ধরো। হা! হা! তুমি আবার ফসকালে। ধরতেই পারলে না।

খোলা মাঠে অনেক খেললাম। চলো, এবার আমরা বাড়ি যাই। তারপর সবাই মিলে পুতুল নিয়ে খেলব।

দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল আর ছোট্ট পার্বতী ধীরে ধীরে এক সুন্দরী যুবতী হয়ে উঠল।
পার্বতী, আমার সোনা, এবার তোমার বিবাহের সময় হয়েছে!
ওঃ, মা!
সেইদিন রাতে—
আমাদের পার্বতী বড়ো হয়ে গেছে। এবার তার জন্য পাত্র খুঁজতে হবে।
জানি। কিন্তু আমি তো ওর উপযুক্ত কোনো পাত্র দেখতে পাচ্ছি না।
হিমাবত পাগলের মতো স্নেহ করতেন তাঁর মেয়েকে। মেয়ের যখন যা কিছু দরকার হত তার জন্য সব থেকে সেরাটাই বেছে আনতেন।
আমি আমার অতুলনীয় কন্যার বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে দেব যে সব দিক থেকে আমার মেয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।
একদিন দেবর্ষি নারদ হিমাবতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।
নারায়ণ! নারায়ণ!
পার্বতী! এদিকে একবার আয় তো মা।
আসছি বাবা।

দেবর্ষিকে প্রনাম করে পার্বতী তার সখীদের কাছে ফিরে গেল।

হিমাবত, আপনি বোধহয় জানেন না যে, বিধির বিধানে আপনার কন্যা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী হতে চলেছে।

কিন্তু আমি হরনাথকে এ প্রস্তাব দেব কীভাবে? যদি তিনি অমত করেন? সতীর দেহত্যাগের পর থেকে তিনি আর কোনো মহিলার দিকে তাকাননি পর্যন্ত। সংসার ছেড়ে তিনি আবার তপস্যা করছেন...

...তবে যাই হোক, আমি আর পাত্র খুঁজে বেড়াব না। নারদের ভবিষ্যদবাণী সব সময় সত্যি হয়। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করেই দেখি, কী হয়!

অত-এব, হিমাবত অপেক্ষা করতে লাগলেন। বহুদিন পার হয়ে গেল। তারপর একদিন—

অনেক তো অপেক্ষা করলাম, আর ওদিকে শিব ধ্যানেই বসে রয়েছেন! যে-কোনো ভাবে একটা যোগাযোগ করা দরকার।

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি মেনকার কাছে গেলেন।

ভাবছি, পার্বতী গিয়ে শিবকে প্রণাম জানিয়ে আসুক। আমার বিশ্বাস, তিনি ওর সৌন্দর্য দেখে নিজেকে সংযত করতে পারবেন না।

এতো খুব ভালো বুদ্ধি! তাই করা যাক।

হিমাবত পার্বতীকে কাছে ডাকলেন।

সোনা আমার, খানিক দূরে ওই তপোবনে প্রভু শিব তপস্যা করছেন। তুমি কি তোমার সখীদের সঙ্গে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসবে?

তাঁকে মাঝেমধ্যেই দেখেছি বাবা। ঠিক আছে, আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসব।

পার্বতী এবং তার দুই সখীকে সঙ্গে নিয়ে হিমাবত শিবের কাছে গেলেন। ধ্যানের মধ্যেই শিব তাঁদের উপস্থিতি জেনে চোখ খুললেন।

প্রভু, আপনার পূজার উপকরন সংগ্রহ করার কেউ নেই। আমার কন্যা এবিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

শিব শান্তভাবে কিছুক্ষন তাদের দেখলেন।

আমাকে সাহায্য করার জন্য মেয়েগুলিকে অনুমতি দেওয়া যাক। পৃথিবীর মায়া যখন আমি ত্যাগ করেছি তখন এসব কোনো কিছুই আমার সাধনায় বাধা হবে না।

এরপর তিনি হিমাবতকে বললেন—

আপনার এই সুন্দর ভাবনার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কন্যারা যেভাবে ইচ্ছা আমাকে সাহায্য করতে পারে।

হিমাবত খুশি মনে কন্যাদের সেখানে রেখে গেলেন।

খুব তাড়াতাড়ি নারদের ভবিষ্যদ্বানী সত্যি হয়ে উঠবে। পার্বতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম।

পার্বতী মন দিয়ে শিবের সেবা করতে শুরু করল।

পার্বতী, আজকের পুজোর জন্য ফুল, বেলপাতা, দূর্বাঘাস তুলেছ ?

হ্যাঁ প্রভু, এই তো।

এক্ষুনি আসছি। প্রভুর প্রার্থনার আসন আগে পরিষ্কার করে নিই।

পার্বতী, এসো হরিনগুলোকে খাওয়াই।

শিবকে খুশি করার জন্য পার্বতী ফুল-বেলপাতা তোলার সময় ঘুরে ঘুরে কুশ ঘাস তুলে আনত...

আর একটু চলো ! ওইদিকে সবথেকে ভালো কুশ ঘাস পাওয়া যায়।

ওহ্ ! পার্বতী আমরা ক্লান্ত।

...আর গরমের দিনে তাঁকে আস্তে আস্তে বাতাস করত।

ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি শুধু তাঁর মাথার মলিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাহলেই আবার উৎসাহ ফিরে পাই। এ যে কী অসাধারন শক্তি ভাবাই যায় না!!

কী যে করি এখন! ওদিকে সখীরা আমায় ডাকছে। কিন্তু... আমি বরং প্রভুর সেবা করি।

পার্বতী! তোমার কাজ শেষ হল? চলে এসো!

এইভাবে ধীরে ধীরে পার্বতী তার সমস্ত মনপ্রান দিয়ে শিবকে ভালোবাসতে শুরু করল।

ওদিকে স্বর্গে সমস্যা দেখা দিল। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে দুষ্ট তারকাসুর দেবতাদের জ্বালাতন করতে লাগল। নিরুপায় হয়ে ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলেন।

স্বাগতম, বৎসগন। কিন্তু তোমাদের এত দুঃখী আর চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে খুলে বলো।

ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে তাঁদের হয়ে বলতে ইশারা করলেন।

প্রভু, দুষ্ট অসুর তারক ভীষণ ঝামেলা পাকাচ্ছে। দেবতাদের মানসম্মান সব রসাতলে যেতে বসেছে।

সে আমাদের বাসস্থান স্বর্গ দখল করেছে আর আমাদের লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছে।

এবার ইন্দ্র সামনে এগিয়ে এসে বললেন—

বিভিন্ন রকমে তাকে খুশি করার চেষ্টা করেছি। তার জন্য অনেক উপহার পাঠিয়েছি আমি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়।

বৃহস্পতি বললেন—

যতই আমরা তাকে খুশি করার চেষ্টা করি, ততই সে নির্দয় হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

"সে স্বর্গের সুন্দর বাগানগুলো তছনছ করে দিয়েছে। স্বর্গের অপ্সরা আর দেবীদের সে বাধ্য করেছে তার বিশ্রামের সময় তাকে পাখার হাওয়া করতে, তার পদসেবা করতে।"

আপনি আমাদের এমন একজন কাউকে দিন যিনি তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সেনাপতি হবেন। উপযুক্ত সেনাপতি ছাড়া দেবতারা বার বার হার মানছেন।

কিন্তু ব্রহ্মা বড়ো অসহায়। তিন বললেন...

বৎসগন, তোমাদের সাহায্য করতে চাইলেও আমি নিরুপায়। আমি কিছু করতে পারব না।

এক সময় তারকাসুরকে আমিই বর দিয়েছিলাম। সেই বরের গুণেই আজ সে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই আমি ওকে ধ্বংস করতে পারব না। আমার সে ক্ষমতা নেই।

কিন্তু তাঁর কাছে এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায় ছিল।

বিধির বিধান অনুযায়ী শিব পার্বতীকে বিবাহ করবেন। কিন্তু তিনি এখন তপস্যা করছেন।

তোমরা যাও! তাঁকে পার্বতীর রূপলাবন্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলো। তা হলেই তাঁদের বিবাহ হবে।

তারপর ব্রহ্মা আরও বললেন—

তাঁদের বিবাহের পর যে সন্তান জন্মাবে সে তোমাদের যুদ্ধে সেনাপতি হবে এবং তারকাসুরকে বধ করবে।

ইন্দ্র সেখান থেকে সোজা প্রেমের দেবতা কামদেবের কাছে গেলেন।

প্রণাম হই দেবরাজ। আমি আপনার কী উপকারে লাগতে পারি, প্রভু?

হর হর মহাদেব যাতে পার্বতীকে বিবাহ করেন তার জন্য যা করার তোমাকেই করতে হবে।

বুঝতে পেরেছি। আপনার কথামতোই কাজ হবে প্রভু।

এসো রতি, আমার প্রিয়তমা পত্নী! বসন্ত, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমিও এসো। চলো, আমরা শিবের তপোবনের দিকে যাই।

তাঁরা যখন শিবের তপোবনের কাছাকাছি এসে পড়লেন তখন কামদেব মহাবলশালী শিবকে দেখতে পেলেন—

আমার ভীষণ ভয় করছে! আমি কি দেবরাজের নির্দেশ পালন করতে পারব!

এমন সময় পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পার্বতীকে দেখে কামদেব মনে বল ফিরে পেলেন।

এমন সহায়ক যখন রয়েছে, আমি ব্যর্থ হব না কিছুতেই।

শিব সবেমাত্র ধ্যান থেকে জেগে উঠেছেন। পার্বতী নীচু হয়ে কিছু ফুল তাঁর সামনে রাখল।
সুন্দরী, আশীর্বাদ করি তোমার এমন স্বামী হবে, যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসবে না।
মহাদেব স্বয়ং যখন একথা বলেছেন তখন তা মিথ্যে হওয়ার নয়। আমি ভীষণ খুশি।
পার্বতী যখন শিবের গলায় পদ্মফুলের মালা পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই...
আহ! এটাই ঠিক সময়। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।
কামদেবের তির তার লক্ষ্য ভেদ করল। শিব চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
আমার এই সহকারিনী কী অসাধারন সুন্দরী! আমি আগে কেন খেয়াল করিনি?
প্রভু আমার দিকে তাকালে আমি কেন লজ্জা পাই? এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় আমার।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করে শিব তাঁর আবেগ সামনে নিলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকালেন। ব্যস্, আর যায় কোথায়!

আমার মনকে অশান্ত করে এত সাহস কার?

কামদেবকে দেখে তিনি রেগে আগুন।

সেই আগুনে কামদেব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

রতি শিবের দিকে এক ঝলক তাকাতেই ভয়ে জ্ঞান হারালেন।

তারপর পার্বতীর দিকে আর না তাকিয়ে শিব তপোবন ছেড়ে চলে গেলেন।

গভীর দুঃখ, কষ্ট ও লজ্জা পার্বতীকে ঘিরে ধরল।

আমার ভালোবাসাই শুধু বৃথা গেল না, আমার সখীদের সামনেই প্রিয়তম আমায় ছেড়ে চলে গেলেন!

হিমাবত এলে পার্বতী তাঁর কাছে ছুটে গেল। তিনি পরম মমতায় তাকে জড়িয়ে ধরলেন। পার্বতী বাবাকে সব বলল।

মনের দুঃখে ধীরে ধীরে তাঁরা বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

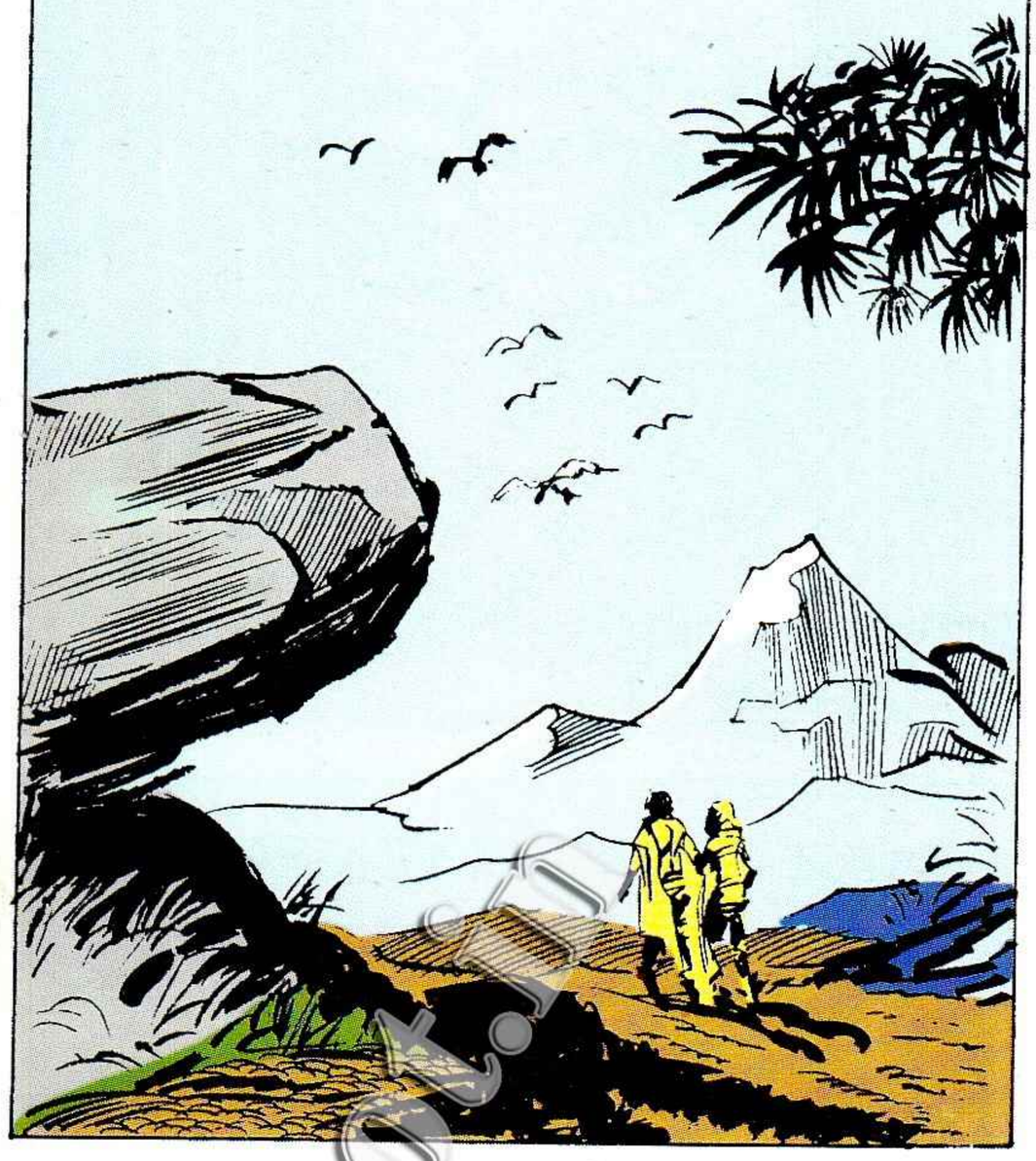

ইতিমধ্যে রতি জ্ঞান ফিরে পেলেন।

এমন সময় দৈববানী শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

রতি সেই দৈববানী শুনে সান্ত্বনা পেলেন। এরপর তিনি খুশি মনে কামদেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

শিবের ব্যবহারে পার্বতী ভীষন দুঃখ পেয়েছিল, কিন্তু তবু সে শিবকেই ভালোবাসত।

আমার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি।

কিন্তু আমি হাল ছাড়ব না। রূপলাবন্য দিয়ে শিবের মন ভোলাতে না পারি, অনুতাপ আর ভক্তি দিয়ে তাঁর মন জয় করবই।

সে তার মাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল।

কিন্তু কেন, সোনা! এখানে কি তোমাকে ভালোবাসার জন্য দেবতার অভাব রয়েছে? তুমি শিবকে ভুলে যাও।

মা, তুমি বুঝবে না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমাকে আশীর্বাদ করো। আমি যেন সফল হই।

মেনকা যখন দেখলেন যে পার্বতীকে কিছুতেই আটকানো যাবে না, তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর পার্বতী হিমাবতের কাছে গেল।

বাবা, তুমি আমায় অনুমতি দাও। আর আমার জন্য একটা তপোবনের ব্যবস্থা করে দাও, যাতে আমি অনুতাপ করে আর তপস্যায় দিন কাটাতে পারি।

তাই হবে, মামনি। তুই যেমন চাইবি।

দামি দামি পোশাক ও গয়না খুলে তপস্বিনীর বেশ ধারন করে পার্বতী তার পিতার তৈরি তপোবনে চলে এল।

সেই তপোবনের হরিনদের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল।

সে মাঝে মাঝেই উপোসী থাকত। স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা মাটিতে শুয়ে সে কেবল শিবের কথাই ভাবত।

তুমি কি আমার ভালোবাসা বুঝতে পারনি ? আমি বিশ্বাস করি না। হয়তো তুমি আমাকে আরও পরীক্ষা করতে চাও।

যখন সে তার পূজা-অর্চ্চনা-ধ্যান করত, আশেপাশের তপস্বীরা দূর থেকে তাকে লক্ষ করতেন...

...আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতেন।

ধীরে ধীরে সে খাওয়াদাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিল।

কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল সে কিছুই খায়নি।

সে অপর্না*

*যে উপবাসী থাকার সময় পাতা পর্যন্ত খায় না।

বাকি জীবনে আমি কেবল তোমারই নাম জপ করে যাব।

সে একটি বরফের মতো ঠান্ডা জলাশয়ে একবুক জলে নামল। ঠান্ডায় তার ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে থাকল তবু সে একমনে তার প্রভুর নাম জপ করতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে গেলে ও হল তপস্বীদের মধ্যে সেরা।

আমার হৃদয়ে তোমার যে ছবি আঁকা আছে, তাই আমাকে উষ্ণ রাখবে।

এইভাবে অনেক বছর কেটে গেল, কিন্তু শিব দেখা দিলেন না। তবু পার্বতী তার আশা ছাড়ল না।

একদিন সে যখন জলে নেমে ধ্যান শুরু করার আগে তার পুজো-পাঠ সারছিল, একজন অল্প বয়সী সাধু তার কাছে এলেন। পার্বতী তাঁকে নতশিরে প্রণাম জানাল।

?

হে কন্যা, আপনার এই কোমল শরীর কীভাবে আপনার মনের এই কঠোর নির্দেশ মেনে চলে? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি!

পার্বতীর এই সমস্ত কঠোর সংযম ও সাধনা তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিল।

সুন্দরী নারীরা অহংকারী হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপনি জগতের কাছে প্রমান করেছেন যে সৌন্দর্য আর পবিত্রতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

তা ছাড়া, আপনার কাজকর্ম আপনার পিতার গৌরব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পিতা হিসেবে তিনি সত্যিই ভাগ্যবান।

যে মানুষ খুবই দুঃখ-কষ্ট-বেদনা সহ্য করেছেন, যিনি একেবারে নিঃসঙ্গ, তাঁর পক্ষে তপস্বীর জীবনযাপন করাটা স্বাভাবিক ঘটনা।

আপনাকে যতই দেখছি তত অবাক হয়ে যচ্ছি। কিন্তু হে মহীয়সী কুমারী, কেন আপনি এই কঠোর তপস্যা করছেন ?

কিন্তু হে সকল গুণের অধিকারী খুঁতহীন কন্যা, আপনি তো সবার পূজা পাবার যোগ্য। আপনি কেন এমন করবেন ?

একথা শুনে পার্বতী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আচ্ছা! এ কি তবে ব্যর্থ প্রেমের জন্য ? না, না, তা কী করে সম্ভব ? আপনাকে পাওয়ার জন্য সকলেই ব্যাকুল হবে, আপনার তো কাউকে পাওয়ার জন্য তপস্যা করার দরকার নেই!

সুন্দরী, ঘরে ফিরে যান। আপনি যদি এই কঠোর সাধনা বন্ধ করেন আমি আমার অর্জিত পুণ্যের অর্ধেক আপনাকে দিতে রাজি আছি। আর দয়া করে এই ধরনের কঠোর সাধনার কারন কী বলুন।

পার্বতী তার সখীদের দিকে ফিরে ইশারায় তাদেরকে কারণটি বলতে অনুরোধ করল।

Indrajal Comics

বছরের পর বছর ধরে সে শিবকে তার হৃদয়ের হাহাকার নিবেদন করে চলেছে কিন্তু তবুও শিব নির্বিকার।

একজন সখী সব কথা খুলে বলল।

এসব কিছু শিবের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। পার্বতী তার সৌন্দর্য দিয়ে শিবের মন জয় করতে পারেনি। তাই সে ঠিক করেছে প্রায়শ্চিত্ত এবং কঠোর সাধনার দ্বারা শিবের মন জয় করবে।

হে মুনিবর, এ কথা সত্য! দেবাদিদেব শিবকে আমি ভালোবাসি। আমি নিশ্চিত আমার প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তির দ্বারা একদিন না একদিন আমি তাঁর ভালোবাসা পাবই।

সাধক পার্বতীর দিকে ফিরলেন।

আপনার সখী যা বলল তা কি সত্যি? নাকি মজা করছে? আপনি নিজের মুখে বলুন।

আপনার মতো মিষ্টি এবং কোমল প্রকৃতির মেয়ে কী করে তাঁর স্ত্রী হতে পারে ? তাঁর কোনো ছিরিছাঁদ নেই, একেবারে অসভ্য আর গরিব—কোনো বংশপরিচয়ও নেই।

ওহ্-হ্! সুচরিতা, আমি শিবকে চিনি। তিনি ভবঘুরে, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। তাঁর ছাই-মাখা শরীরে সাপের অলংকার আর দুর্গন্ধময় চামড়ার পোশাক।

তিনি কোনোভাবেই আপনার উপযুক্ত নন। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করুন...

থামুন!

পার্বতী আর তার রাগ সামলাতে পারল না।

আপনি চুপ করুন! একজন মহাত্মাই কেবল আর একজন মহাত্মাকে বুঝতে পারেন।

নীচ ব্যক্তি কখনোই মহৎ উদ্দেশ্য বোঝে না। আপনার কথাবার্তাই আপনার হীন ছোটো মনের পরিচয় দিচ্ছে।
বাইরের রূপ দিয়ে শিব কখনও মনে দাগ কাটার চেষ্টা করেন না। তা দিয়ে তাঁকে জয়ও করা যায় না। তাঁর মূল্যবোধ আপনার থেকে আলাদা। আপনি সেসব বুঝবেন না।
তিনি যদি অসভ্য, গরিবই হন কিংবা ছেঁড়া পোশাক পরেন, তাতে কী যায় আসে ? সাপেরা তাঁর দেহ ঘিরে থাকলেই বা কী ? তিনিই আমার প্রেমের দেবতা।
তাঁর দোষ হয়তো অনেক আর গুণ খুবই কম, তবুও আমি তাঁকেই ভালোবাসি।

পার্বতীর সখীরা এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তার কথা শুনছিল। পার্বতী তাদের দিকে ফিরে বলল—

সখী, ওনাকে চলে যেতে বলো। কেন তিনি এসব কুৎসা রটিয়ে তাঁর নিজের মনকে অপবিত্র করছেন ?

...তা ছাড়া, খারাপ কথা বলা যত পাপ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলো শোনা তার থেকেও বেশি পাপের। চলো আমরা এখান থেকে যাই।

পার্বতী রাগ দেখিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই...

...সেই তপস্বী ছুটে সামনে এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালেন।

?

অবাক বিস্ময়ে পার্বতীর দেহ-মন অবশ হয়ে গেল। তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তার প্রিয়তম প্রভু শিবশঙ্কর।

কিন্তু এরকম সময়েও পার্বতী তার কর্তব্য ভুলল না। সে শিবের কাছ থেকে সখীদের কাছে গেল।

হে মোর প্রিয়তমা, তোমার কঠোর সাধনা আর ভক্তি আমাকে জয় করেছে। তাই তোমার ইচ্ছাদাস তোমার সামনে আজ নতশিরে হাজির হয়েছে।

ওঁকে বলো, বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার পিতার কাছে ওনাকে যেতে হবে।

সখীটি শিবকে সে কথা বলার পর পার্বতী আবার শিবের কাছে ফিরে এল।

প্রিয়তমা, আমি আর সময় নষ্ট করব না।

শিব কথা দেওয়ায় খুশি মনে পার্বতী তার সখীদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

শিব তখন সাতজন ঋষিকে ডাকলেন।

ব্রহ্মা দেবতাদের কথা দিয়েছেন যে, তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমার পুত্র দেবতাদের সেনাপতি হবে।

ব্রহ্মার সেই কথা রাখতে আমি পার্বতীকে বিবাহ করতে চাই। আপনারা হিমাবতের কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ দিতে তাঁকে রাজি করান।

সব শুনে হিমাবতও ভীষন খুশি হলেন।

শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই দেবতারা শিবের কাছে এলেন।

হে মহাদেব, আপনি কামদেবকে রতির কাছে ফিরিয়ে দিন। আপনার সুন্দরী বধূর দোহাই, সেই প্রেমের দেবতা ও তার দুঃখী পত্নীর প্রতি করুণা করুন।

নিশ্চয়ই করব। আমি নিজেই যে এখন কামদেবের দাস!

অনেক বছর কেটে গেল এবং শিব তাঁর স্ত্রীর প্রেমে ডুবে রয়েছেন। তখনও তাঁদের কোনো সন্তান হয়নি।

তাই বাধ্য হয়ে ইন্দ্র অগ্নিকে শিবের কাছে পাঠালেন।

আমি আপনাকে আমাদের প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি, প্রভু।

শিব অগ্নির হাতের তালুতে একটি বীজ দিলেন।

এটি যখন পেকে উঠবে, এর মধ্যে থেকে একটি শিশু বেরিয়ে আসবে, সে-ই তোমাদের যুদ্ধের সেনাপতি হবে।

অগ্নি বীজটি নিলেন বটে, কিন্তু সেটি এতই গরম যে হাতে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

আমাকে তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের কাছে পৌঁছতে হবে।

Indiaai.in

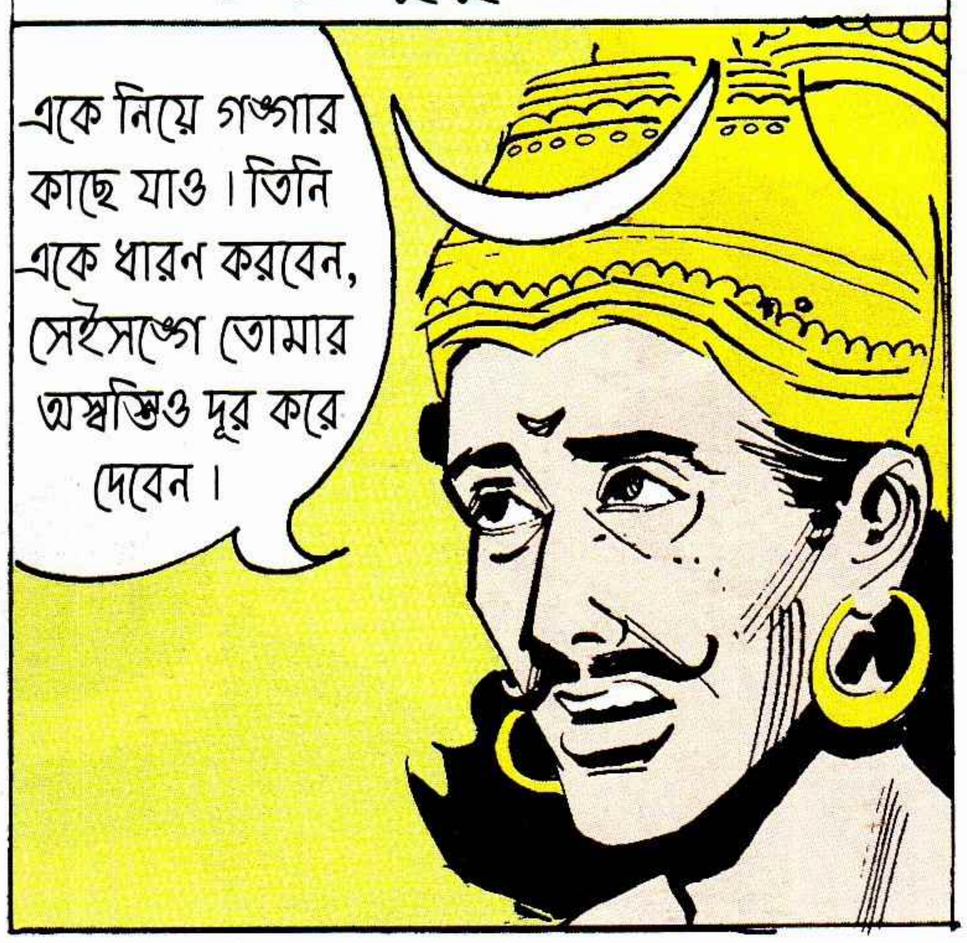

যখন তিনি ইন্দ্রের কাছে এলেন তখন তাঁর চেহারায় ভীষণ রকমের অস্বস্তি ফুটে উঠেছে।
এনেছি দেবরাজ। কিন্তু আমি আর এটাকে ধরে রাখতে পারছি না।
অগ্নির জন্য ইন্দ্রের খুব দুঃখ হল।
একে নিয়ে গঙ্গার কাছে যাও। তিনি একে ধারন করবেন, সেইসঙ্গে তোমার অস্বস্তিও দূর করে দেবেন।
অগ্নিদেব গঙ্গার কাছে গেলেন। কিন্তু যেই তিনি বীজটি নিয়ে ঠান্ডা জলে ডুব দিলেন, অমনি গঙ্গা বুদ্বুদ কেটে টগবগ করে ফুটতে লাগল আর অগ্নির হাত থেকে বীজটি ছিটকে পাড়ে গিয়ে পড়ল।
ঠিক সেই সময় স্বর্গের ছয়জন পরি গঙ্গায় স্নান করতে এলেন।
এটা কী ? একটা বীজ মনে হচ্ছে ?
চলো, একে নিয়ে গিয়ে শর ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিই।
তাঁরা বীজটি তুলে কাছেই থাকা শর ঘাসের বিছানায় রেখে দিল।

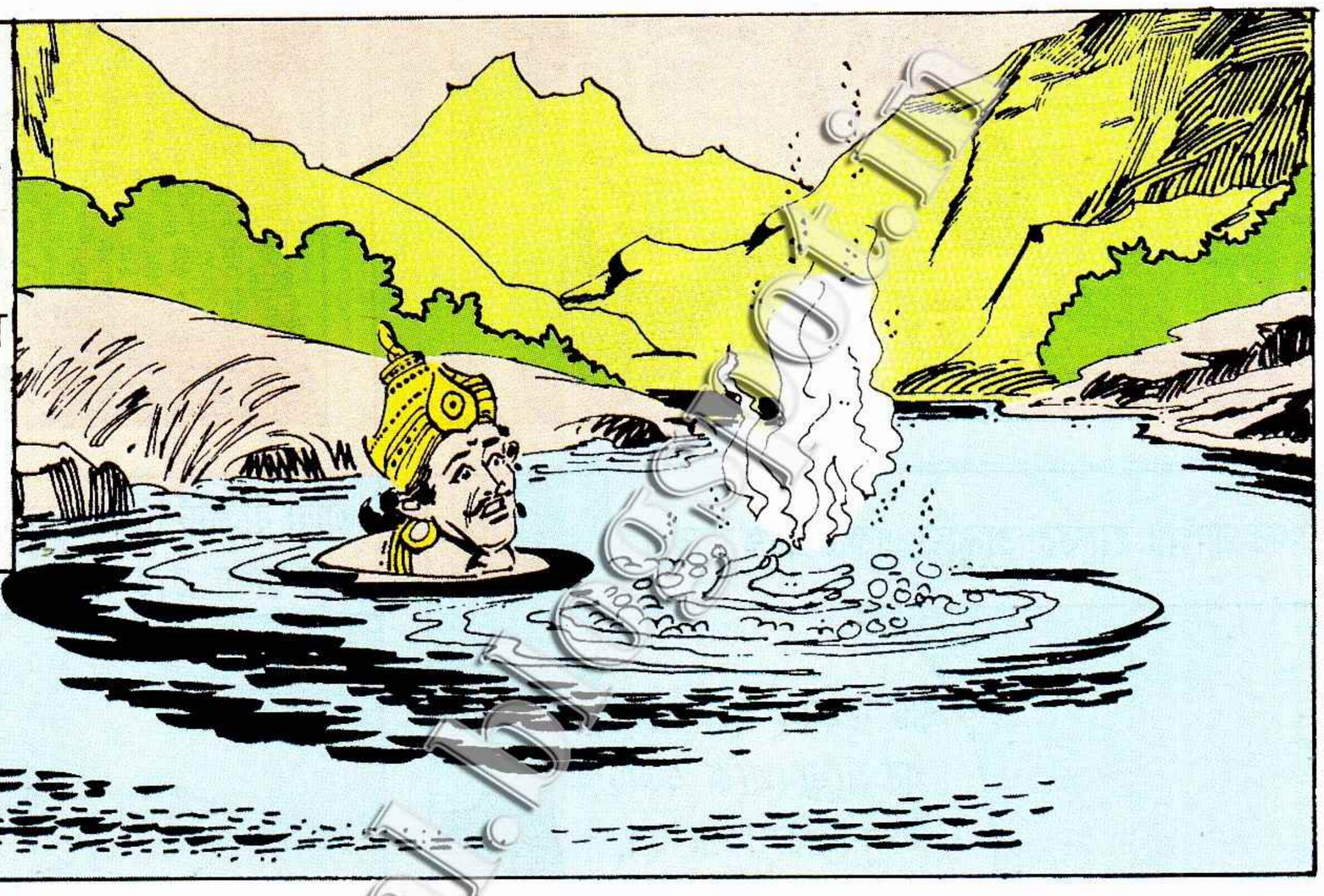

সেই মুহূর্তে বীজটি পেকে উঠল এবং তা থেকে শিশু কার্তিকের সৃষ্টি হল। শিশুটি তার ছয়টি মাথা নিয়ে বিস্মিত ছয় পরির দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল। শিশুটির নাম রাখা হল কার্তিক।

আমরা ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। আমরা ওকে প্রথম দেখেছি।

সেই মুহূর্তে নারীমূর্তি ধরে গঙ্গা সেখানে এলেন আর পেছন পেছন অগ্নিদেবও এলেন।

আমি ওকে নেব। আমি ওকে ধারন করেছি।

না! ওকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

সেই সময় শিব আর পার্বতী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শিব সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

বিধির বিধানে এই শিশু দেবতাদের সেনাপতি হবে। তাই, পার্বতী ছাড়া আর কেই-বা একে উপযুক্তভাবে লালনপালন করতে পারবে?

পার্বতী পরম স্নেহে শিশুটিকে দুহাতে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

এরপর তারা শিবের সাথে কৈলাশে ফিরে গেল।

যথাসময়ে কার্তিক বড়ো হয়ে উঠল। তারপর, দেবতাদের সেনাপতি হয়ে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করল।

ইন্দ্র তাঁর রাজসিংহাসন ফিরে পেলেন। স্বর্গে আবার শান্তি ফিরে এল।

অমর চিত্র কথা-র অন্যান্য কাহিনি

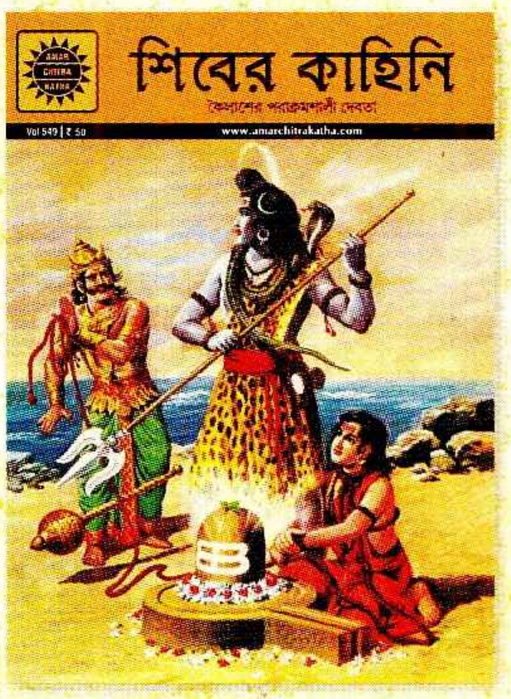

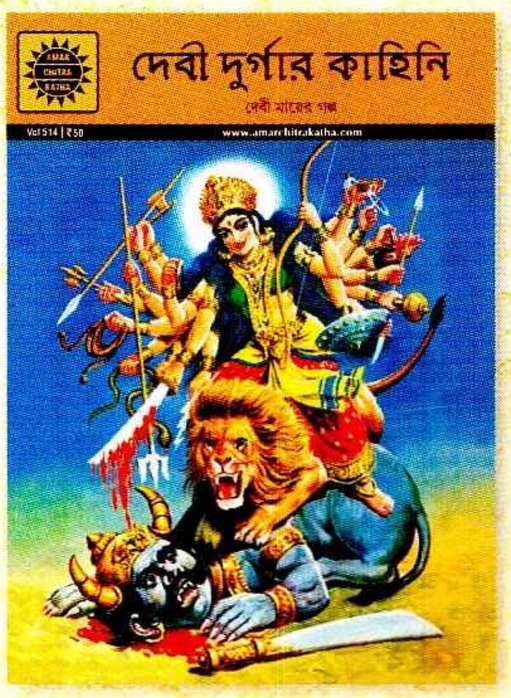

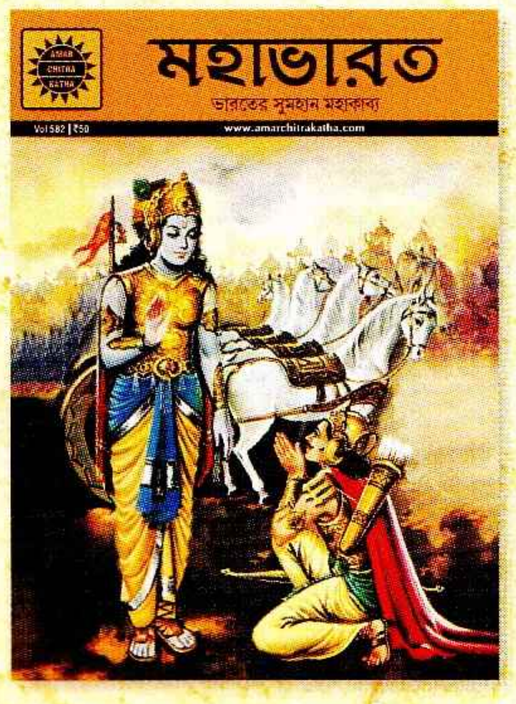

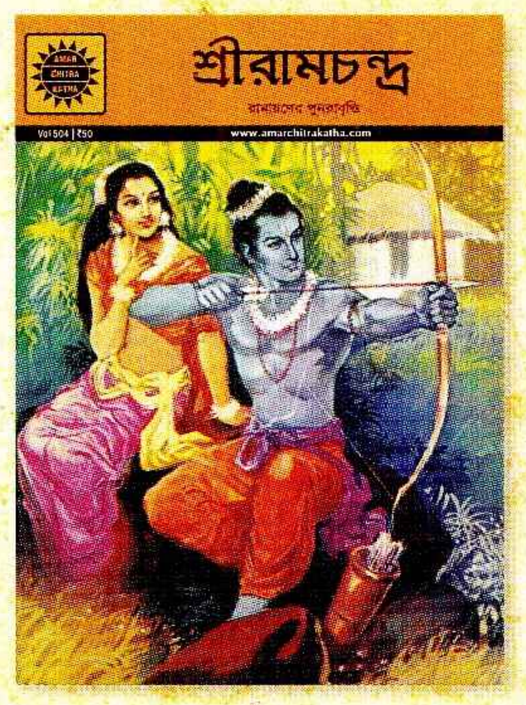

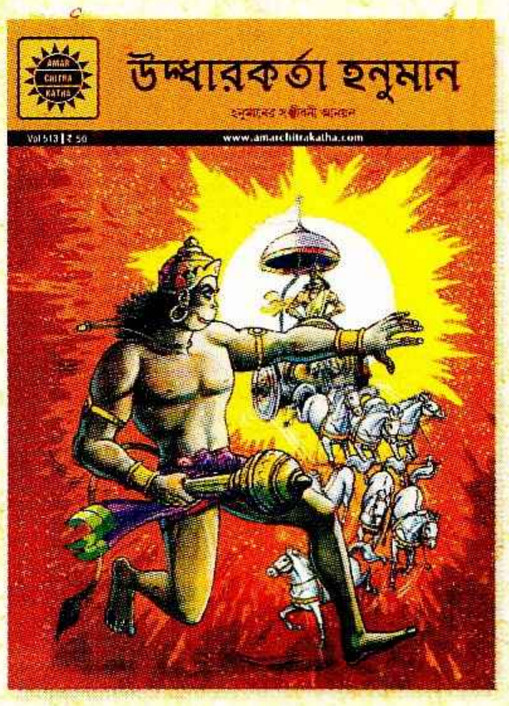

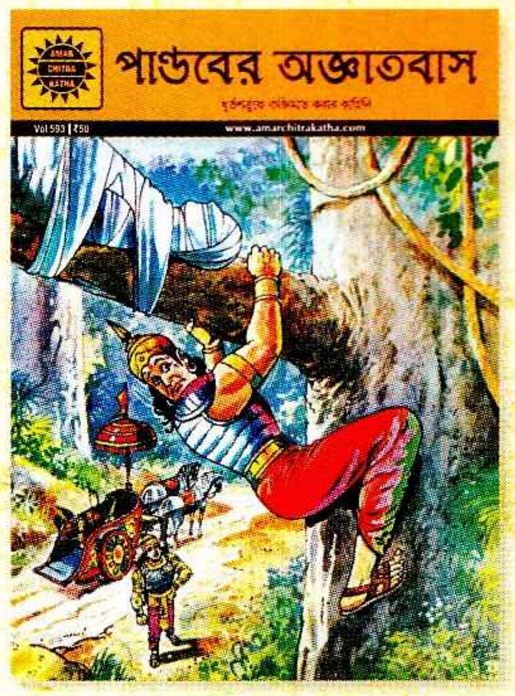

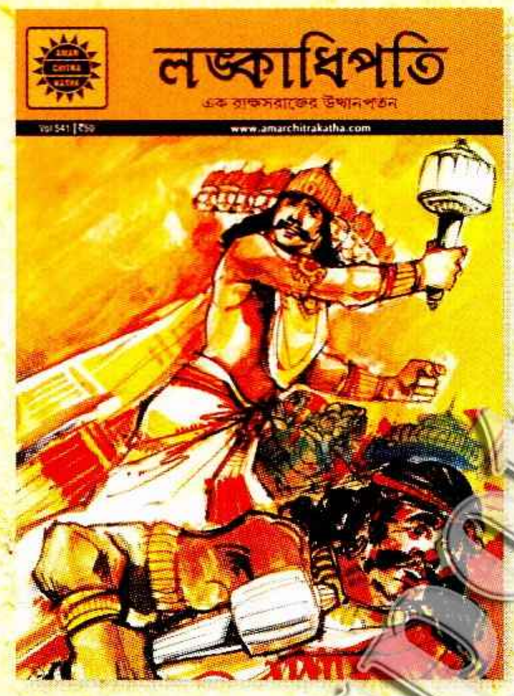

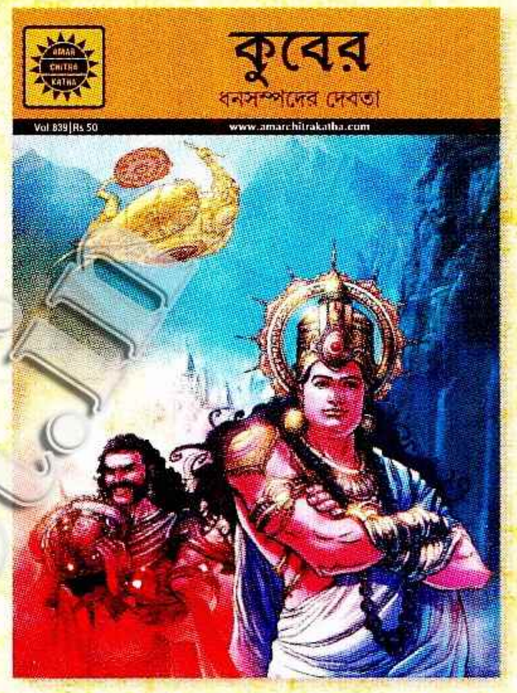

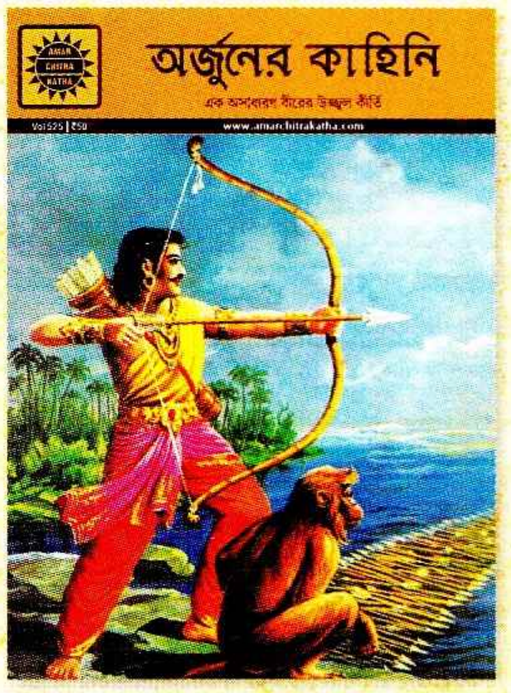

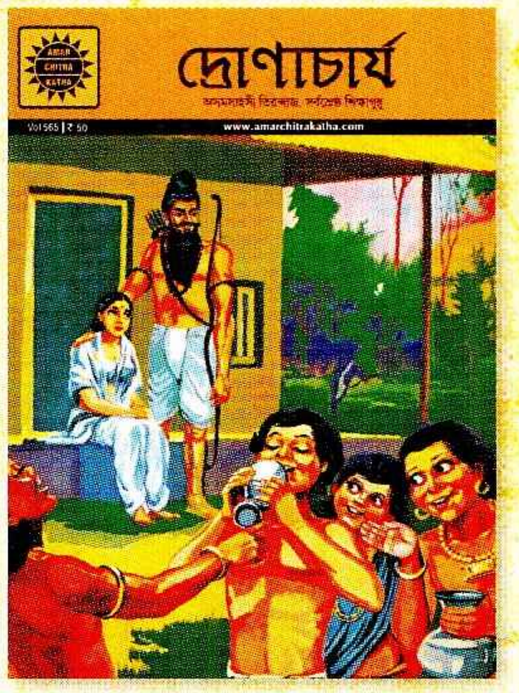

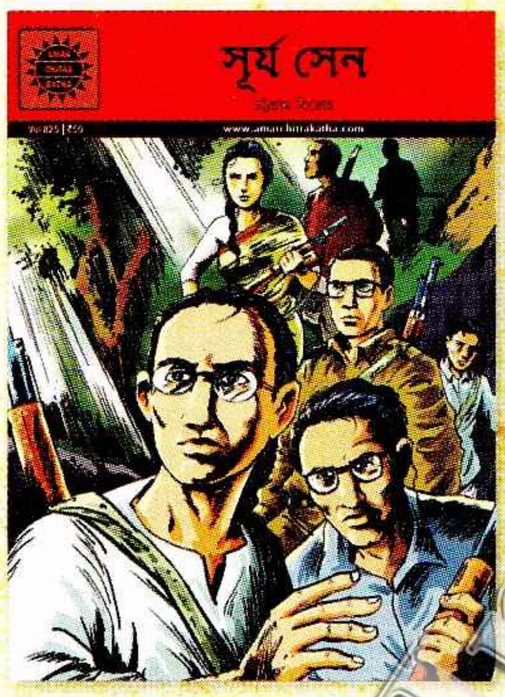

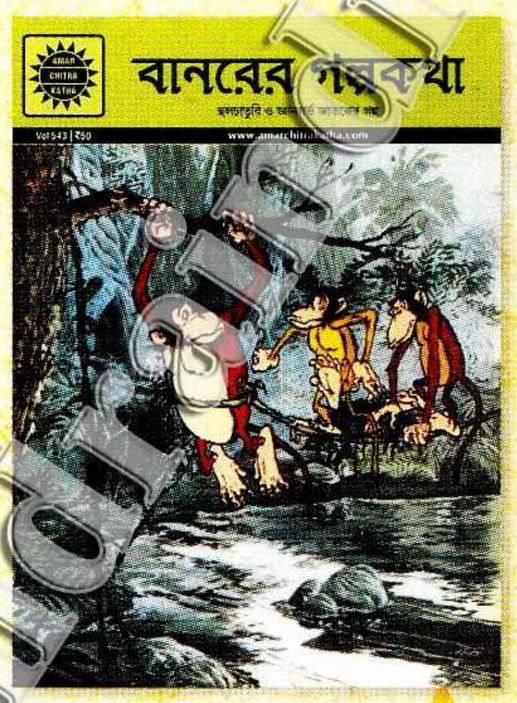

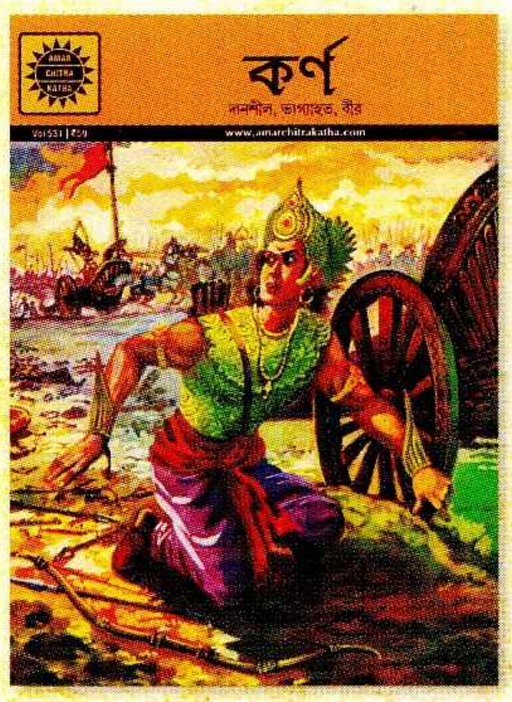

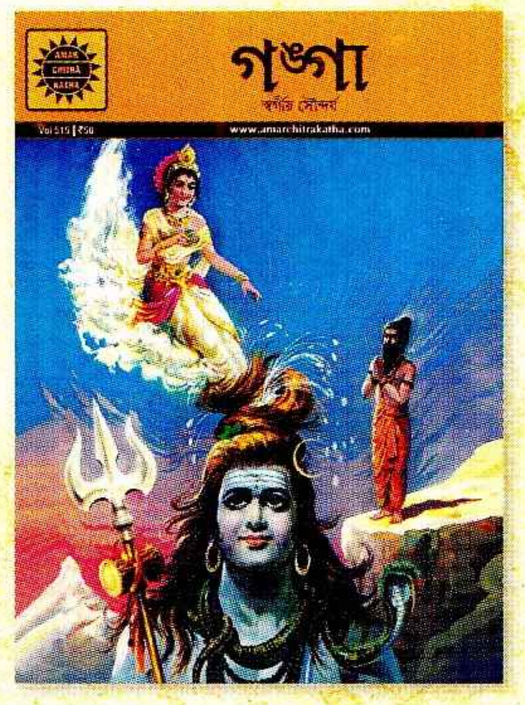

মহাকাব্য ও পুরাণ

হর-পার্বতী

এক ভয়ানক রাক্ষস স্বর্গে দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দেবতারা তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে প্রভু ব্রহ্মার কাছে যান। তিনি বিধান দেন, শিব ও পার্বতীর যে সন্তান জন্মাবে, সে-ই হবে দেবতাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু ছাইভস্ম মাখা, বাঘছাল পরা শিব এক কঠোর তপস্বী— সাংসারিক জীবনের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। এমনকি পার্বতীর অপরূপ সৌন্দর্য কিংবা প্রেমের দেবতা মদনদেবও তাঁর সেই ব্রহ্মচারী জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। পার্বতীর ভক্তিই শেষ পর্যন্ত তাঁর আসন টলিয়ে দেয়। এই কাহিনিটি কালিদাসের কুমারসম্ভব অবলম্বনে রচিত।

অমর চিত্র কথা-র অন্যান্য কাহিনি:

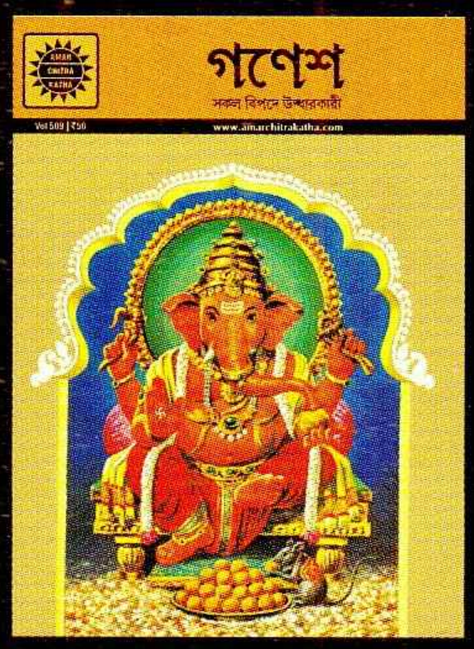

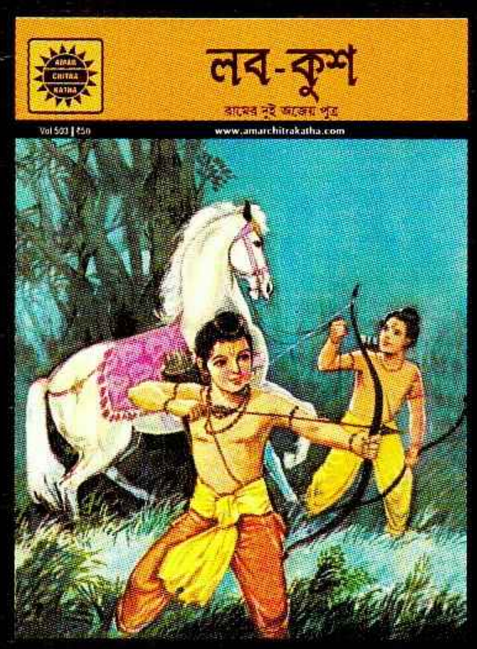

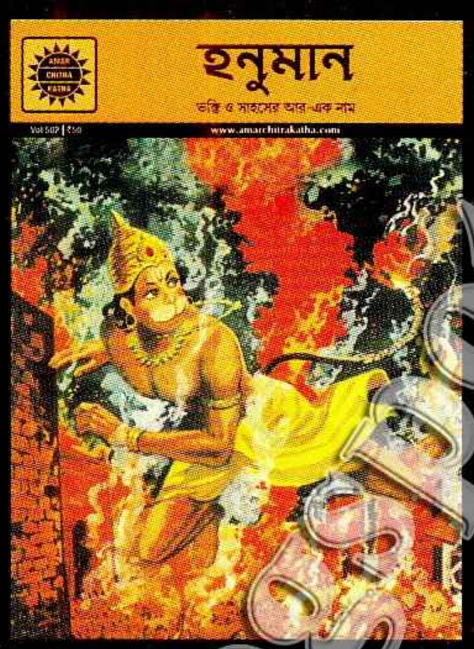

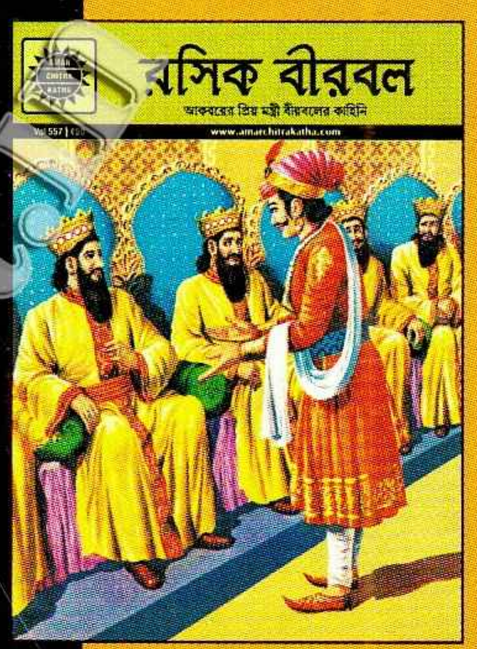

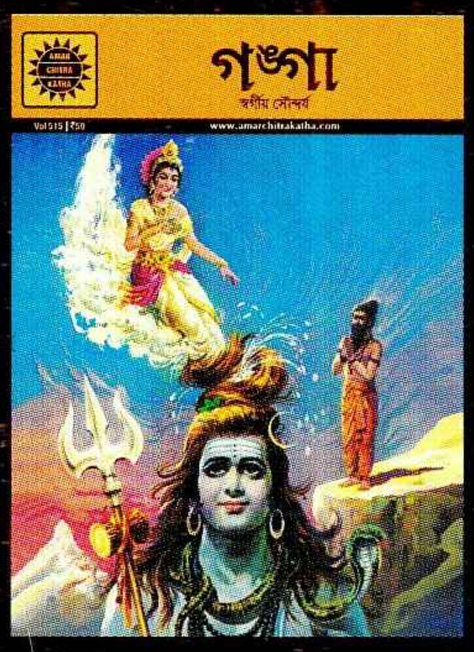

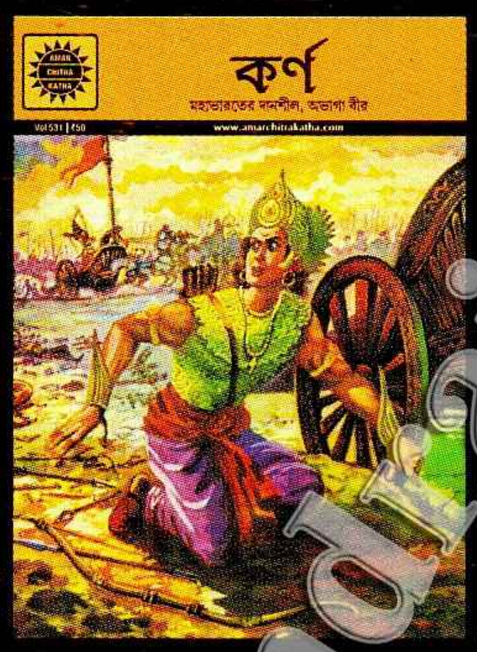

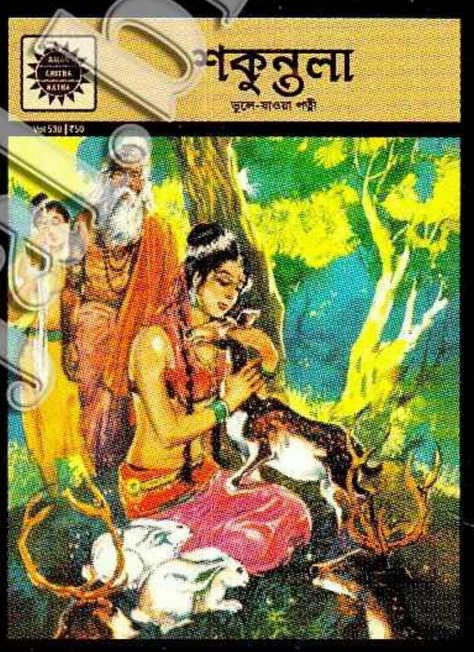

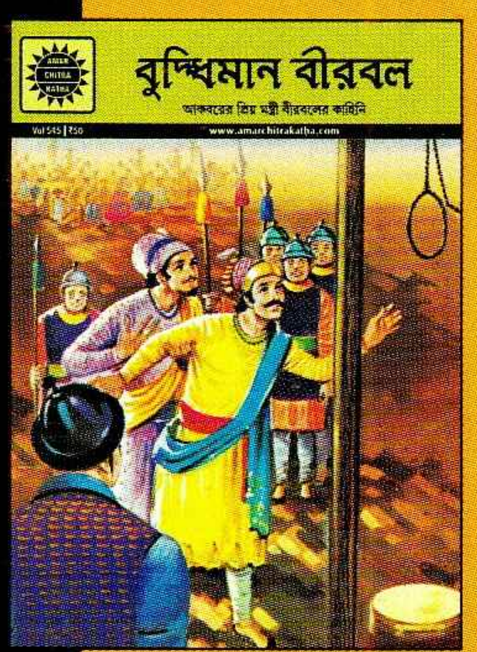

chhaya prakashani pvt. ltd.
infinite knowledge
1 Bidhan Sarani, Kolkata - 700 073, India ■ email : info.cppl@gmail.com
website: www.chhaya.co.in
www.ack-media.com
ISBN 978-93-5085-189-0

"অমর চিত্র কথা ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য। সারা ভারতের অন্য পরিবারগুলির মতোই আমার সন্তানদেরও জীবনের শুরুর বছরগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই বইগুলি। শিশুদের কাছে পৌঁছোনো, তাদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের মনে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য কমিকস একটি অত্যন্ত ভালো উপায়।"

—নারায়ণ মূর্তি, চিফ মেনটর, ইনফোসিস